যুগান্তর

তারিখ 12 JAN 2014 পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় দিবস আজ

জাবি প্রতিনিধি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় দেশের একমাত্র আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। স্বাধীন বাংলাদেশের সমান বয়স এই বিশ্ববিদ্যালয়ের। সাংস্কৃতিক রাজধানী হিসেবে পরিচিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি ও শীতের অতিথি পাখির অভয় আশ্রম হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেছে ৭শ' একরের এই সবুজ ক্যাম্পাস। নান্দনিক সৌন্দর্য, বিশালত্ব ও ব্যাপ্তিতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ শিক্ষার এক অনন্য অঙ্গন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বিশ্বজ্ঞানের অনুসন্ধান ও চর্চায় এ বিশ্ববিদ্যালয় যে অবদান রেখেছে তা আজ বাংলাদেশের ৪৩ বছরের ইতিহাসের অংশ। আজ বিশ্ববিদ্যালয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠার ৪৩ বছর পূর্ণ হল। প্রতি বছর এই দিনটিকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

প্রতিষ্ঠা ও নামকরণের ইতিহাস : রাজধানী ঢাকা থেকে ৩২ কিলোমিটার উত্তরে সাভার উপজেলার ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের পাশে ৬৯৭.৫৬ একর (২.৮ বর্গকিলোমিটার) আয়তনের বিশাল জায়গা জুড়ে ১৯৭০ সালে 'জাহাঙ্গীরনগর মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়' অধ্যাদেশের মাধ্যমে অর্থনীতি, ভূগোল, গণিত এবং পরিসংখ্যান বিভাগে মোট ১৫০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৭১ সালের ১২ জানুয়ারি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট ১৯৭৩ অনুযায়ী এর নামকরণ করা হয় 'জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়'। বর্তমানে ৪টি অনুষদ ও দুটি ইন্সটিটিউশনের অধীনে ৩৪টি বিভাগে প্রায় ১২ হাজার শিক্ষার্থী, ৬৭২ জন শিক্ষক, ২০৬ জন কর্মচারী এবং ১২০০ জন অন্যান্য চাকরিতে নিয়োজিত আছেন। ছাত্রদের জন্য ৭টি এবং ছাত্রীদের জন্য ৫টি মোট ১২টি আবাসিক হল রয়েছে। এছাড়া ছাত্রদের ১টি এবং ছাত্রীদের জন্য ৩টি হলের নির্মাণ কাজ চলছে।

এবার বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপনের জন্য বৃহস্পতিবার উপাচার্য ভিসি অধ্যাপক মোঃ আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে 'জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় দিবস ২০১৪' উদযাপনের প্রস্তুতি সভায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ১২ জানুয়ারিতেই বিশ্ববিদ্যালয় দিবস পালনের সিদ্ধান্ত হয়। 'জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় দিবস ২০১৪' এর কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে আজ সকাল সাড়ে ৯টায় বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ চত্বরে সমাবেশ, ১০টায় জাতীয় পতাকা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলন।